ENSEMBLE
A bi-lingual peer reviewed academic journal
ISSN 2582-0427 (Online)
Volume 1, Number 2
September, 2019
http://www.ensembledrms.in

সাহিত্যের দিক্ বিচ্ছুরণ ঃ তেভাগার আলোর ছটায় ছোটগল্প

(SAHITYER DIK BICCHURAN: TEBHAGAR ALOR CHATAY CHOTOGALPO)

Ghanashyam Roy [1]✉

প্রবন্ধ নির্দেশক সংখ্যাঃ
১৯০৮২৮৩৪ এন ১ এস ও জি ওয়াই

প্রবন্ধ সংক্রান্ত নথিঃ
জমা – ২৮এ আগস্ট ২০১৯
গ্রহণ - ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৯
বৈদ্যুতিন প্রকাশ - ৩১শে অক্টোবর ২০১৯

সূচকশব্দঃ
তেভাগা আন্দোলন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, ব্রিটিশ রাজতন্ত্র, জমিদার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা

সারসংক্ষেপঃ
বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মাটি 'আন্দোলন' নামক শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধেই হোক বা পাল-সেন অথবা সুলতানী-মোঘল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেই হোক, আন্দোলন বরাবরই সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। পরবর্তীকালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর ব্রিটিশ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কৃষকের জমি জমিদার শ্রেণির হাতে চলে যায় এবং কৃষকরা ক্রমশ ভিখারী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা'র নেতৃত্বে শুরু হয় 'তেভাগা' আন্দোলন। এই আন্দোলনের উদ্দীপনা সমকালীন সমাজ-মনস্ক ছোটগল্প লেখকদের লেখনিতে কতটা ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে, বর্তমান প্রবন্ধে তা আমাদের অন্বিষ্ট।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কঠোর নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে অপাংক্তেয় হিন্দু জন-জাতির বিদ্রোহ ও আন্দোলন একদা বৌদ্ধধর্মের অঙ্কুরোদ্গমে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তখন থেকেই ভারতবর্ষের মাটি 'আন্দোলন' নামক শব্দটিকে কিছুটা হলেও জীনগত করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে অনেক ছোটোখাটো বিদ্রোহ বা আন্দোলন সংঘটিত হলেও পাল-সেনযুগের অথবা সুলতানী-মুঘল আমলকে অন্দোলন তেমনভাবে পর্য্যুদস্ত করতে পারেনি; পেরেছিল শুধু সাময়িক পরিবর্তন ঘটাতে বা রাজতন্ত্রের রূপ বদলাতে। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য যেভাবে অস্তাচলে চলে গেলে এর থেকে মুক্তির পথ হিসেবে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনই যে একমাত্র পথ তা অনুভূত হয়। তাই ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক কর্তারা উপলব্ধি করেছিল যে, বাংলা তাদেরকে ছাড়তেই হবে এবং তার আর খুব বেশি দেরী নেই। সেজন্যই মহারাণী

[1] [First Author] ✉ [Corresponding Author] Assistant Professor in Bengali, Dr. Meghnad Saha College, Itahar, Uttar Dinajpur, West Bengal, INDIA; Email: **ghanashyamroy24@gmail.com**

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License.

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের অভ্যুদয় ঘটিয়েছেন। এর পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁওতাল-কোল বিদ্রোহের মতো অনেক আন্দোলন সম্পন্ন হলেও জাতির রক্তক্ষয়কে তা অনেকটা ব্যর্থ করে দিয়েছিল, স্বাধীনতার অমোঘ আনন্দ লাভ করতে দেয়নি। ইংরেজের আবিষ্কৃত ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে অস্তাচলে নিয়ে যায়; জমিদারতন্ত্র জয়ী হয়ে নিষ্ঠুর শোষণ-ক্রিয়ায় মেতে ওঠে এবং কৃষক শোষণ শুরু হয়। কৃষকের জমি হাতছাড়া হয়ে চলে যায় জোতদার বা জমিদারদের হাতে। জমিদারেরা সেই জমিগুলো চাষ করতে না পেরে প্রান্তিক কৃষকদের, বর্গাদার বা ভাগচাষী বা আধিয়ারদের চাষ করতে দেয়। এর ফলে কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হল এবং কৃষকের স্থান দখল করল একশ্রেণির আধিয়ার ও ক্ষেতমজুর। এই জমিদারী প্রথা বয়ে আনল আধি প্রথার বর্বর গোলামী, দ'ুয়ে মিলে আনল মজুতদারী ও দুর্ভিক্ষ। জমিদার ও জোতদাররাই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের বাহন হয়ে দাঁড়াল। এই জমিদার ও জোতদাররাই সর্বগ্রাসী রাক্ষসের মতো জমি, জমির দখলি স্বত্ব, ফসল-- সবই গ্রাস করতে থাকল। আধিয়াররা এই আধা-ভাগ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে ভিখারীতে পর্যবসিত হতে থাকল। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা' প্রথম 'তেভাগা'র ডাক দিল অর্থাৎ বর্গাদার বা আধিয়ার বা ভাগচাষীরা উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ নিজ ঘরে তুলবে - এই ছিল শর্ত। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ও শহরের জঙ্গী ছাত্ররা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বর্গাদারদের সংগঠিত করল। যে সমস্ত গরিব চাষি খরা ও দুর্ভিক্ষে ভাগচাষিতে পরিণত হয়েছিল তারাই হল এই আন্দোলনের চালিকা শক্তি।''নিজ খামারে ধান তোলো'',''ইনকিলাব জিন্দাবাদ'' ও ''তেভাগা চাই'' - শ্লোগান দিয়ে ১৯৪৬-এর নভেম্বরে 'তেভাগা' আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের দাবী ছিল -

১) উৎপন্ন ফসলের ২/৩ অংশ ভাগচাষী পাবে। জমির মালিক ১/৩ অংশের বেশি আদায় করতে পারবে না।

২) ভাগচাষীকে বর্গা জমি হতে উৎখাত করা চলবে না, দখলীস্বত্ব দিতে হবে।

৩) সুদের হার ধান বা টাকা কোন ঋণের বেলাতেই ১/৮ অংশের বেশি হতে পারবে না। এক মন ধানে ৫ সেরের বেশি সুদ নাই; বাড়ি, দরকাটি ও করালি প্রথা দণ্ডণীয় হবে। কর্জ ব্যবস্থার জন্য প্রতি ইউনিয়নে সরকারী গোলা (গ্রেন ব্যাঙ্ক) স্থাপন করতে হবে।

৪) জমি হতে উচ্ছেদ, খাদ্য মজুত করা ও ধান থাকতেও ভাগচাষীকে ন্যায্য সুদে কর্জ দিতে অস্বীকার আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

৫) রসিদ না দিয়ে ভাগচাষীর কাছ থেকে ধান নিলে সাজা হবে।

৬) জমি পতিত ফেলে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। ভূমিহীনদের জন্য সরকার থেকে চাল দিতে হবে।

উক্ত দাবীগুলি ছিল 'তেভাগা'র পক্ষে কৃষকের দাবী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ভূমি রাজস্ব কমিশন (১৯৩৮) অবশ্য এই দাবীর ন্যায্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তবে এই আন্দোলন পরবর্তীকালে সরকারের তোষণ-নীতির বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। ''নিজ খামারে ধান তোলো'' বা ''জান দেবো, তবু ধান দেবো না'' প্রভৃতি শ্লোগানে দিনাজপুরের ঠাকুরগাও, জলপাইগুড়ি, রংপুর, মালদহ, কিশোরগঞ্জ, মহিষাদল, সুতাহাটা, কুষ্ঠিয়া, নন্দীগ্রাম, কাকদ্বীপ ও দিনাজপুরে এই আন্দোলন আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি হাজংদের 'টংক' আন্দোলন, রাজবংশী আন্দোলন এবং মুসলমানদের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে আরোও কিছুটা জোরদার করল। অনেক

কৃষক এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে জীবন দিলেন; জোতদার ও পুলিশি হিংস্রতার মোকাবিলা চলল লাঠিতে। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অত্যাচার তীব্রতর হওয়ায় এই আন্দোলনে সাময়িকভাবে কিছুটা ফাটল ধরল। কৃষকরা অস্ত্র চাইলেও নেতারা তা দিলেন না; আদিবাসীরা জঙ্গী হতে চাইল, কিন্তু মধ্যবিত্ত চাষীরা তা সমর্থন করল না। ২৮শে মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মঘটের ডাক দিল। বাংলা ভাগের জন্য হিন্দু সভার প্রচার ও কোলকাতার দাঙ্গা অবশ্য এই আন্দোলনের শিরদাঁড়া অনেকটাই ভেঙ্গে দিয়েছিল।

সাহিত্য বরাবরই বিভিন্ন আন্দোলনের প্রামাণ্য হয়ে থেকেছে পুরাকাল থেকেই। বাংলা ছোটগল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা ছোটগল্পেও 'তেভাগা' আন্দোলনের ছাপ বা ছায়া স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। 'তেভাগা'কে অবলম্বন করে লেখা গল্পগুলিকে সুস্নাত দাশ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের নিরীখে বিচার করার চেষ্টা করেছেন। যথা :

১) ভাগচাষী, ভূমিহীন চাষীদের আত্মসচেতনতা ও শ্রেণিমৈত্রী।
২) কৃষক সমাজের প্রতিরোধ-স্পৃহা।
৩) সামন্ততান্ত্রিক পারিবারিক অনুশাসন।
৪) রক্ষণশীলতা, কৃষক রমণীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বলিদান।
৫) ধর্মীয় গোঁড়ামির অবসান।
৬) লড়াই চলাকালীন আতঙ্কিত পরিবেশ।
৭) আদিবাসী, উপজাতিদের যোগদান, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য।

'তেভাগা' আন্দোলনের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পটিতে কৃষক নেতা ভুবনকে খুঁজতে এসে চাষীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে পড়ে মন্মথ দারোগা। ময়নার মায়ের উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা ও ত্যাগ-স্বীকার সমস্ত গল্পটিকে অসাধারণ অভিনবত্ব দান করেছে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের গল্প হিসেবে এই গল্পের আবেদন চির অমলিন। গ্রামীন মানুষের প্রতিরোধের চিত্র, নারীকে নিয়ে মধ্যবিত্তের মনে যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা ছিল তার বিমুক্তি হল 'তেভাগা' আন্দোলনের রাজনৈতিক পটভূমিকায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টিকেই তাঁর গল্পে পূর্ণরূপে প্রকাশ করলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বন্দুক' গল্পটিতে কৃষক নেতা রহমানকে খুনের জন্য জোতদাররা যে খুনিকে নিয়োগ করে সেই লোকটিই রহমানকে বন্দুক জোগাড় করতে সাহায্য করে। মানুষের ন্যায়বোধ ও বিবেকবোধকে কিভাবে উজ্জীবিত করতে হবে, 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গল্পকার তা দেখিয়েছেন। তাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বন্দুক' গল্পটির মাধ্যমে মূল্যবোধ ও ন্যায়বোধকে 'তেভাগা'র আশ্রয় করে তুলেছেন।

সৌরি ঘটকের 'কমরেড' গল্পটিতে লেখক 'তেভাগা' আন্দোলনের আন্দোলনকারীদের আত্মবোধকে জাগ্রত করার জন্য ও বিবেকে তীব্র আগুন জ্বালানোর জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে দিয়ে আন্দোলনের মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়েছেন; তারা একে অপরকে 'কমরেড' বলে সম্বোধন করেছে। এই গল্পের 'কমরেড' ধ্বনিটি আন্দোলনের তীব্রতাকে অনেকটা গতিদান করেছে।

ননী ভৌমিকের ‘তেভাগা’ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বিশিষ্ট গল্প সংকলন ‘ধানকানা’(১৯৫৩)। এই গল্প সংকলনের ‘কেলেপাথরি’, ‘গিরস্তি’, ‘ধানকানা’ প্রভৃতি গল্পে গল্পাকার ভূমিহীন চাষীদের দুর্গতির মর্মান্তিক চিত্র এঁকেছেন। ‘তেভাগা’ আন্দোলনের কৃষকদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিকার রূপে জোতদার, দারোগা ও পুলিশি নির্যাতনের অদম্য চিত্র এসব গল্পগুলিতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। ‘ধানকানা’ গল্পে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের মাটি ও মানুষের প্রতি আনুগত্য রাজনৈতিক বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পরূপ লাভ করেছে। এই গল্পে বন্ধকী কৃষিজমি উদ্ধার করার আশায় আঁধারু ফিরে এসেছে উত্তরবঙ্গের মাটিতে। একদিন তারও কৃষিজমি ছিল, আজ আর কিছু নেই; তবু সে স্বপ্ন দেখা ছাড়ে না। আধিয়ারদের ‘তেভাগা’ আন্দোলনে পিছুটান ও সাঁওতাল চাষিদের সাহসিকতার পটভূমিতে আঁধারু ভাবে, সে আবার জমি ফিরে পাবে। কিন্তু সে আর জমি ফিরে পায় না। বঙ্কু জোতদার গত আকালের সময় দশ হাজার বিঘা জমি কিনে নিয়েছে। তার স্বপ্ন ভেঙে যায়, তাকে ফিরতে হয় রাস্তা কাটার কাজে।

সমরেশ বসুর ‘প্রতিরোধ’ গল্পটি মন্বন্তরের শেষে নতুন আশায় বুকবাঁধা কৃষকদের প্রতিরোধের গল্প। যে কৃষক বধূরা সেদিন গণ সংগঠনের চূড়ান্ত দক্ষতা ও মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল, ‘প্রতিরোধ’ গল্পটিতে আছে সেই সমস্ত মেয়েদের প্রতিরোধের কাহিনী। এই গল্পে আগুন-ঝরা বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে মনাই-এর আর্তনাদে ও সুবলের ঝাপসা চোখের জলে। আর, সখীর মৃত্যুতে তা আরোও বিষাদময় হয়ে উঠেছে।

আবু ইসহাকের ‘জোঁক’ গল্পটিতে জোঁকের উপমায় আন্দোলন ও প্রতিরোধের প্রচ্ছন্ন চিত্র আঁকা হয়েছে। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘মন্ত্রশক্তি’, মিহির আচার্যের ‘দালাল’ প্রভৃতি গল্পেও ভাগচাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের মধ্য দিয়ে দালাল সম্প্রদায়ের শোষণ-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। সৌরি ঘটকের ‘অরণ্যের স্বপ্ন’ গল্পটিতেও কৃষক সমাজের অনুরূপ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের চিহ্ন ধরা পড়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জয়দ্রথ,’ ‘ব্যান্ডেজ,’ ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ প্রভৃতি গল্পগুলিতে কৃষক সংগ্রামের কথা প্রকাশিত হয়েছে। ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’ গল্পটি ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পটির থেকে আরোও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কমিউনিস্ট প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার একটি অত্যুৎকৃষ্ট ছোটগল্প হল ‘ছোট বকুলপুরের যাত্রী’। এটি স্বাধীনতা-উত্তর কালীন পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সরকার-বিরোধী আন্দোলনের অব্যবহিত ফসল। এই গল্পটিতে গ্রামে গ্রামে ‘তেভাগা’র জন্য কৃষকদের সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোট বকুলপুরের শ্রমিকরা। শ্রমিক ও কৃষকের মিলিত সংগ্রামে ছোট বকুলপুরে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। এখানে লেখক দেখিয়েছেন মনুষ্যত্বের সুস্থ, শুভ মূল্যবোধ ও বলিষ্ঠ ন্যায় ধর্মে উজ্জীবিত এক সংঘবদ্ধ সংগ্রামী মানব সমাজের অভ্যুদয়। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষের এই সমষ্টিবদ্ধ আত্মপ্রকাশ, মানুষের সংগ্রাম ও আগামী দিনের স্বপ্ন, তাদের সাফল্য ও

ব্যর্থতার গূঢ়তম ইঙ্গিত আছে 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটিতে। তৎকালীন বড় কমলাপুরের একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন এই গল্পটি।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের 'মন্ত্রশক্তি' গল্পে সিঁধেল চোর রসুর চুরি ছেড়ে আন্দোলনে সামিল হয়ে জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। আন্দোলন যে কেবলমাত্র ব্যক্তির একার নয়, তা যে সকলের, সর্বকালের-- এই গল্পে লেখক তা আমাদের দেখিয়েছেন এবং ডাক দিয়েছেন তাদেরকে যারা কেবল নিজের স্বার্থের কথা ভেবে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছেন। এখানে গল্পকার আমাদের দেখিয়েছেন, একজন সিঁধেল চোরও 'তেভাগা' আন্দোলনের প্রেক্ষিতে নিজ নিজ কর্ম-সংস্কারকে জয় করে কীভাবে নতুন মানুষ হয়ে উঠেছেন।

মিহির আচার্যের 'দালাল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দীপচাঁদ। সে আসলে গুপ্তচর। গল্পে তার কাজ 'তেভাগা' আন্দোলনে যুক্ত থাকা বিপ্লবীদেরকে ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর বিপরীত কাজই সে করেছে; সে সাহায্য করেছে বিপ্লবীদেরকে পালিয়ে যেতে। এখানে সামাজিক মূল্যবোধের চিত্র স্পষ্টভাবে এঁকেছেন মিহির আচার্য। এছাড়া, ননী ভৌমিকের 'আগন্তুক' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাগদীপাড়া দিয়ে' গল্পটিতেও 'তেভাগা' আন্দোলনের রূপ চিত্রিত হয়েছে।

এভাবেই 'তেভাগা'র ছোটগল্পকারগণ 'তেভাগা' আন্দোলনকে বাস্তবসম্মত রূপ দান করে সাহিত্যিক গতিশীলতাকে অসীম বিপ্লবী আবর্তে আবহমন্ডিত করে তুলেছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ

১। হোসেন, সোহরাব ঃ *'বাংলা ছোটগল্প তত্ত্ব ও গতি-প্রকৃতি'* (*১ম-৩য় খণ্ড*), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-২০১১

২। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ঃ *'কালের পুত্তলিকা'*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ১৯৮২

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ঃ *'বিষয় প্রবন্ধ'*, কলকাতা পাবলিশার্স, কলকাতা- ১৯৯০

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ঃ *'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'*, কলকাতা- ১৯৮৭

৫। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভা ঃ *'তেভাগার সংগ্রাম'*, কলকাতা- ১৯৯০